পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামো, শিক্ষার মান ও গবেষণাসহ বিভিন্ন উন্নয়নবিষয়ক ৪৬টি প্রকল্প বর্তমানে চলমান রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) আওতাধীন এসব প্রকল্পের সবগুলোরই ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পুরোটাই সমান। বিষয়টিকে অসম্ভব বলে মনে করছে সংসদীয় কমিটি। কমিটির মনে করে, 'টেবিল মেড' প্রতিবেদন তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে কমিটি। একই সঙ্গে সময়মতো প্রকল্পের কাজ শেষ না হওয়া এবং বারবার সময় বাড়ানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ ভবনে অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠক হয়। ওই বৈঠকেই আলোচনা হয় ইউজিসির এসব প্রকল্প নিয়ে। বৈঠকের কার্যপত্র অনুযায়ী, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নে ৪৬টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পগুলোর মধ্যে ২৫ শতাংশের নিচে অগ্রগতি রয়েছে ৮টির, ৫০ শতাংশের নিচে ১৬টির এবং ৫১ থেকে ১০০ শতাংশের মধ্যে অগ্রগতি আছে ২২টির। বৈঠকে ইউজিসির উপস্থাপিত প্রতিবেদনে দেখা গেছে, চলমান প্রকল্পের সবগুলোরই ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি হুবহু এক।

কমিটির সভাপতি আবদুস শহীদ বলেন, 'আমরা ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি একই হওয়ার বিষয়টি ইউজিসির কাছে জানতে চেয়েছিলাম। এটা কী করে সম্ভব হলো, তারা সেটা জানাতে পারেনি। তারা কোনো জবাব দিতে পারেনি। তাদের কর্মকা- গাফিলতি রয়েছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। আর এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে গতিশীল হচ্ছে না।'

তিনি আরও বলেন, 'সার্বিকভাবে আমাদের মনে হয়েছে, সব প্রকল্পের পরিচালকদের যোগ্যতা নিরূপণ করে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না। আমরা একটি বিষয় খুব বেশি দেখি, সেটা হলো, প্রকল্প হলেই গাড়ি কেনার দিকে ঝোঁক বেশি থাকে। বাস্তব কোনো অগ্রগতি নেই। কিন্তু আর্থিক ব্যয় বেশি। সব মিলিয়ে আমাদের একটি দৈন্যদশা মনে হয়েছে। কোনোটাই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা বলেছি যথাসময়ে কাজ শেষ না হওয়ার কারণে সরকারের যে আর্থিক ক্ষতি ও অর্থের ওপর চাপ পড়ে, তার দায় কে নেবে? এজন্য আমরা ব্যর্থতার জন্য দায়ীদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার অনুশাসন দিয়েছি।'

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, কমিটির সদস্যরা আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি সমান হওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তারা অভিমত দেন, ব্যতিক্রম দু-একটির ক্ষেত্রে অগ্রগতি সমান হলেও সবগুলোর ক্ষেত্রে এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রতিবেদন না করে টেবিলে বসে এটা করা হয়েছে বলেও কমিটির সদস্যরা মন্তব্য করেন।

কার্যপত্রে দেখা গেছে, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি দুটিই সমান। এর অগ্রগতি হয়েছে ২২ দশমিক ৯৩ শতাংশ। ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৭২ দশমিক ৩৬ শতাংশ। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৫২ দশমিক ৬৫ শতাংশ। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি দশমিক ৩৩ শতাংশ। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৫৬ দশমিক ৮২ শতাংশ। রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ২৬ দশমিক ০২ শতাংশ। রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৪৭ দশমিক ২৩ শতাংশ। বুয়েটের শিপ মডেল টেস্টিং সেন্টার স্থাপন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৯৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৩৪ দশমিক ৪৫ শতাংশ। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৪২ দশমিক ৬৬ শতাংশ। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ১০ দশমিক ৩৯ শতাংশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৮২ দশমিক ৬৮ শতাংশ। পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৩৪ দশমিক ৭১ শতাংশ। নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৬৩ দশমিক ০৭ শতাংশ। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৯৯ দশমিক ০৬ শতাংশ। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৩৭ দশমিক ১৬ শতাংশ। নেত্রকোনায় শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ১৪ দশমিক ৫৬ শতাংশ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৪৪ দশমিক ৫৫ শতাংশ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৪৩ দশমিক ৩৬ শতাংশ। মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৬৮ দশমিক ০৪ শতাংশ। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ২৭ দশমিক ৪৮ শতাংশ। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ২৫ দশমিক ৬৫ শতাংশ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৩৪ দশমিক ১৪ শতাংশ। ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ২৭ দশমিক ১০ শতাংশ। চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও

অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৬৩ দশমিক ৩৯ শতাংশ। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ১৫ দশমিক ৭২ শতাংশ। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৯০ দশমিক ১৩ শতাংশ। বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৫৯ দশমিক ১৭ শতাংশ। বুয়েটের ইনকিউবেটর স্থাপন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৭৮ দশমিক ১৭ শতাংশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ১০ দশমিক ৮৬ শতাংশ। কলেজে এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৩৭ দশমিক ৪৪ শতাংশ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজের উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৯৪ দশমিক ৪৮ শতাংশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সমীক্ষা প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ২৬ দশমিক ২২ শতাংশ। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৭৯ দশমিক ৫৫ শতাংশ। যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৯২ দশমিক ৭১ শতাংশ। ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৬৭ দশমিক ৮৭ শতাংশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি ৫৬ দশমিক ৯৪ শতাংশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৬৫ দশমিক ২৫ শতাংশ। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৩ দশমিক ৮৭ শতাংশ। হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৯৮ দশমিক ৬৫ শতাংশ। ঢাবির পপুলেশন সায়েন্স বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৯৯ দশমিক ০৯ শতাংশ। টেক্সটাইল বিষয়ে জার্মান-বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষাবিষয়ক প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৪ দশমিক ০৮ শতাংশ। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৯৭ দশমিক ২০ শতাংশ। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৪৭ দশমিক ২৬ শতাংশ। বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ৫০ শতাংশ।

এদিকে সময় মতো কাজ শেষ করতে না পারা কয়েকটি প্রকল্প পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, সরকারি কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধিতে ২০১৮ সালের জুলাইয়ে নেওয়া প্রকল্পটি গত ৩০ জুন শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রকল্পটির এখন পর্যন্ত অগ্রগতি হয়েছে ২৬ শতাংশ। আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের মূল মেয়াদ শেষ হয় গত ৩১ ডিসেম্বর। কিন্তু প্রকল্পের অগ্রগতি ৩ দশমিক ২০ শতাংশ। অবশ্য ব্যয় বৃদ্ধি ছাড়া এ প্রকল্পের মেয়াদ আগামী বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। সিলেট ও মৌলভীবাজারে স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের সময়সীমা ছিল গত বছরের ডিসেম্বর। কিন্তু এটির কাজও হয়েছে মাত্র ৩০ শতাংশ। এই প্রকল্পটির মেয়াদও বাড়ানো হয়েছে আগামী বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত। ব্যানবেইসের এস্টাবলিশমেন্ট অব ইনটিগ্রেডেট এডুকেশন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রকল্পটির মেয়াদ ছিল গত ৩০ জুন। কিন্তু এর কাজের অগ্রগতি ৫২ শতাংশ। ব্যানবেইসের আরেকটি প্রকল্পের মূল মেয়াদ গত এপ্রিলের শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সর্বশেষ তথ্যমতে, এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০ শতাংশ। উল্লেখ্য, এই প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি দুটিই সমান। অবশ্য প্রকল্পটির মেয়াদ ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।